সঙ্গীতমালঞ্চ



নানাবিধ বিষয়ের কতকগুলি সঙ্গীত

এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।



কাকিনা রঙ্গপুর নিবাসী

শ্রীমহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী

বিরচিত ও

শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



মতিলাল দাস কর্ত্তৃক

গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।



ভাদ্র, ১২৮৬।

বিজ্ঞাপন।

এই সকল সঙ্গীত অতি অল্প দিনে প্রণয়ন করিয়াছি, এমনকি বর্ত্তমান সময় হইতে তিন মাসের অধিক হইবে না আমি সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হই। সরলভাষায় সঙ্গীত রচিত হয় ইহা আমার বিশেষ ইচ্ছার বিষয়, কাজে কাজেই সাধ্যানুসারে সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সরল হইয়াছে তাহা সাধারণের বিবেচ্য। ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্র পুস্তককে পরিবর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছা থাকিল।

প্রণেতা।

সঙ্গীতমালা।

নির্ঘণ্ট পত্র।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কে পারে বর্ণিতে, ওহে বিশ্বপতে,
এক মুখে তব অশেষ করুণা।
আমি অজ্ঞান, বিবেক বিহীন,
বর্ণিতে কি পারি তোমার দয়া।
ওহে পূর্ণ জ্ঞান, দয়ার নিধান, এ বিশ্ব পালন,
কর চির দিন, না থাকিলে তব অপার করুণা,
কার সাধ্য আছে ধরিতে প্রাণ।
দে'খে মোরে অতি দুর্ব্বল সন্তান,
দয়া কর বিভো করুণা নিধান,
অগতিরে আর, কে করিবে পার,
দুস্তর সংসার সাগর।১

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

তুমি সত্য সনাতন নির্ব্বিকার,
তোমা কে জানে হেন সাধ্য কার?
আশা কেবল প্রভু তোমার দয়ার।
তোমার দয়া বিনে উপায় নাই,
বিষম দুঃখ আছে দেখিতে পাই,
তোমার আজ্ঞা করি অবহেলা,
মনেতে বুঝি আর নাই হে নিস্তার।
তোমার রচিত এই বিচিত্র সংসার,
ইহার প্রলোভনে হ'য়েছি অসার,
এখন হে নাথ, মোরা নিরুপায়,
বল কে আছে আর, করিতে উদ্ধার।২

সিন্ধু—মধ্যমান।

কাতরে ডাকেহে নাথ, তব পতিত সন্তান।
অনুগত সুত প্রতি দয়া কর দয়া নিধান।

আর কার প্রতি ভার
ওহে দেব দেব যার, সাধ্য আছে করিবার,
মম সম পাপিত্রাণ।
পাপ তাপে পোড়ে প্রাণ, বিষে সুধা ছিল জ্ঞান,
এ বিপদে দিয়ে স্থান, প্রাণ রাখ, বিশ্ব নিদান। ৩

কালেংড়া—ঢিমা তেতালা।

ওহে পিতঃ আমরা ভিখারী তোমার।
তোমাকে করিহে ভিক্ষা যাতে হবে উদ্ধার।
যত রিপু যুক্তি ক'রে, জ্ঞান ধন নিল হ'রে,
বোধ হয় বধিবে জীবন; ওহে করুণা নিধান,
আপনারে ক'রে দান, ওষ্ঠাগত জীবন বাঁচাও,
তোমাকে না পে'লে ভিক্ষে উপায় দেখিনে আর।
মোরা যত ভিখারী, এসেছি আজ্ আশা করি,
আশা ভঙ্গ ক'রো নাহে নাথ, বল আর কত দিন,
রব পাপের অধীন, দীন হীন আমরা সকল,
এ বিপদে করে রক্ষে হেন সাধ্য কার! ৪

অহংগৎ।

কতবার সব আমি পাপ যাতনা হে আর!
যদিও আমি কুসন্তান, কিন্তু তুমি করুণা নিধান,
অতএব বলি নাথ রাখ পদে দিয়ে স্থান।
তব দয়া বিনা নাথ নাহি দেখি পরিত্রাণ ॥৫

ললিত—একতালা।

ওমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরি, আমায় গর্ব্ভে ধরি,
কত না যাতনা পে'য়েছ।
এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে,
মাগো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ।
দেখিলে আমায়, রোগ যন্ত্রণায়,
হ'য়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল;
গুরু ঋণ পাশে, জননী এ দাসে,
চির দিন তরে বেঁধেছ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক্ ফেটে যায়,
তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়;

চির দিন তরে, শোকের সাগরে,
ভাসাইয়ে মাগো গিয়েছ। ৬

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কোথা শান্তমণি*মাতা, যার গর্ভে হয়ে ছিলাম ॥
প্রসূত হবার কালে, মৃত্যু তুল্য কষ্ট দিলাম ॥
যাঁর স্তন্য ক'রে পান, ধরিলাম এই প্রাণ,
স্নেহের নাহি পরিমাণ, হেন মায়ে হারাইলাম ॥
জননী জঠরে বাস, ক'রে আমি দশ মাস,
যত কষ্ট দিয়েছি তাঁয়, সংখ্যা নাহি হয়;
উঠিতে বসিতে ক্লেশ, হয়েছে মায় অশেষ,
সুখের ছিলনা লেশ, আর এই, শুনিলাম ॥
ভূমিষ্ঠ হলেম যখন, মা হইলেন অচেতন,
অনুভব হলো তাঁর, দেহে নাই প্রাণ;

---

* অন্যে গান করার সময় শান্তমণি স্থানে, স্নেহময়ী* বলিলেই হইতে পারিবে।

পরে জ্ঞান লাভ করে, হস্ত দিয়ে এ শরীরে,
বহু পরিমাণ তাঁর, যাতনা হলো বিরাম ॥
স্নেহময়ী মায়ে আর, উপায় নাই দেখিবার,
দয়া মনে হলে যাঁর, ঝরে নেত্র জল ;
বিশাল বিশ্বের পতি, সেই জননীর প্রতি,
রাখুন অচলা ভক্তি, এই মম মনস্কাম ॥ ৭

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

বন্ধুতা এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রতন।
কত জনে বহু যত্ন ক'রে পায়না সেধন।
হেন সর্ব্ব সুখ নিধি, সকলের ভাগ্যে বিধি,
হায় রে কেন নিদয় হ'য়ে, করেন নাই বিতরণ।
প্রাণ বন্ধু নাহি যার, সংসার শ্মশান তার,
বনবাসী হোক্ সেহে গৃহে নাই প্রয়োজন।
বন্ধু বন্ধুর হিতে রত, থাকে ওহে অবিরত,
ধন প্রাণ দিয়ে করে, বন্ধু বিপদ বিমোচন। ৮

কাকিনীয়া স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সময়
এই গান হইয়াছিল।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

যতন করিলে, রতন মিলে, জানে সকলে।
অতএব প্রাণ পণে, বিদ্যারূপ মহাধনে,
অর্জ্জন কর রে সবে, রবে মঙ্গলে।
বিদ্যার যতেক ফল, কিরূপে বুঝাই বল,
মনোযোগে শিখ পরে, জানিবে ফলে।
পিতা মাতা গুরুগণ, হবে আহ্লাদিত মন,
যখন প্রশংসা পাবে বিদ্বান ব'লে।
ভে'বে দেখ এ সংসারে, মূর্খেরে কে মান্য করে,
হায় রে জীবন তাদের, গেল বিফলে।
মনুষ্যের অধিকার, নানা বিদ্যা শিখিবার,
তাই সে জীবের শ্রেষ্ঠ, অবনী তলে। ৯

দুর্ভিক্ষের গান।

সুরট—মল্লার, আড়া।

বৃথায় জনম আমার, অন্ন নাই খে'তে ঘরে।
পরিবারগণ সবে, ক্ষুধায় ক্রন্দন করে।
প্রাণ তুল্য পুত্রগণ, হ'য়ে ব্যাকুলিত মন,
বলে শীঘ্র খে'তে দেও, নতুবা যাই প্রাণে ম'রে ॥
দুর্ভিক্ষ হ'লো প্রবল, আমার নাই অর্থ বল,
কিরূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায় ;
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন ঝরে।
আর কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয় ;
কোথা ওহে ধনিগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশন,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে ॥ ১০

রামকেলি—জৎ।

সেরাজ্ উদ্দৌলার উক্তি।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই।
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই।
অন্যতর সেনাপতি, মোহন লাল মহামতি,
করিছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই।
শুন ওহে বীরবর, বীরধর্ম্ম রক্ষা কর,
প্রভুর কারণে আজি, প্রাণ দেওয়া চাই।
তুমি হ'লে অবিশ্বাসী, হব কারাগার বাসী,
রাজ্য ধন সব যাবে, ভেবে মরি তাই ১১

লক্ষ্ণৌর টুংরি।

কপালে কি আমার, ছিল রে হায়,
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায়।
বেঁধে দিল ফকির, বঙ্গ অধীশ্বর,
কি করি নিজ দোষে এবে নিরুপায়।

পেয়ে রাজ্য ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লোনা সহায়।
যে মিরজাফর, হ'য়ে যোড়কর,
থাকিত নিরন্তর আমার সভায়;
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায়। ১২

মহারাজ ভীমসিংহের প্রতি

আলাউদ্দিন্ বাদশাহের উক্তি।

কালেংড়া—আড় খেমটা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীম সিংহ রায়।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার, আমারে যে চায়।
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
তোমার কি হবে গতি, বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, যেনো রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয়, দিল জানা যায়॥ ১৩

পদ্মিনীর উক্তি।

বিভাস—আড়া।

ওহে মহাঁরাজ আর, যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখ্‌ব জাতি কুল মান।
দুষ্ট আলা উদ্দীন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ ;
এই দেহে প্রাণ্ থাকিতে,
সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারীধর্ম্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবেহে প্রাণ। ১৪

পুরবী—জঙ্গ্‌লা।

"পাড়াতে দুধ্ যোগা'তে"—গানের সুর।

অন্ধমুনির পুত্র আমি শুন্‌লে মহারাজ এখন।
পিতা মাতার জন্য আমি,
এসেছিলাম, ওহে রাজন্, ক'র্‌তে বারি অন্বেষণ
আমি ভিন্ন পিতা মাতার,
উপায় নাই আর প্রাণ বাঁচার,

বধিয়ে আমারে রাজন্,
বিনাশিলে অন্ধ পিতা মাতা দুজন।
শুন ওহে মহারাজ, ক'র এই শেষ কায,
মম দেহ ল'য়ে যেও যথা আছেন,
পিতা মাতা ক'রে ধ্যান। ১৫

কালেংড়া—ঢিমা তেতালা।

ওহে ভূপ বধ ক'রেছ পুত্র ধনে।
আজ্ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ, ক'র্‌ব মোরা আগুণে
শুন রাজা দশরথ, হ'য়ে তুমি পাপে রত,
বিনা দোষে সন্তানেরে ক'রেছ নিধন ;
পুত্র শোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হবে সেই পুত্র শোক কারণে। ১৬

আলাহিয়া—একতালা।

শুন গো প্রাণনাথ আমার।
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বাক্য তোমার,

অনুসারে দুই বর দাও এখন,
যাতে হবে তব মহিমা প্রচার।
এক বরে রামে অরণ্যে প্রেরণ,
অন্য বরে ভরতেরে রাজ্যার্পণ,
ক'রে প্রাণনাথ রাখ হে জীবন,
নতুবা কৈকেয়ীর মায়া পরিহার।
তুমি মহারাজা ধর্ম্ম পরায়ণ,
দে'খ যেন হয়না অন্য আচরণ,
শ্রীরামের তরে, সত্য ভঙ্গ করে,
ল'ও নাহে শীরে কলঙ্কের ভার। ১৭

গারা ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

শ্রীরামে দিয়ে বনে, আমাকে শোকাগুনে,
ওরে কৈকেয়ী তুই পোড়ালি।
ওরে কাল সাপিনি, হলি স্বামিঘাতিনী,
পাপিনি নিজ গুণ জানালি।

ভরত সিংহাসন, ক'র্‌বেনা গ্রহণ,
বৃথা কেবল প্রমাদ ঘটালি।
নারীর বাধ্য হইলে, কি করে বুদ্ধি বলে,
তাই কৈকেয়ী আমায় মজালি। ১৮

জঙ্গলা সারঙ্গ গৎ—ঢিমে তেতালা।

বনবাসে যাবিরে রাম তুই শু'নে জ্ঞান শূন্য
হ'য়ে আছি যাদুমণি।
বহু আরাধনাতে, বিধি দিয়ে ছিল,
তোমা তুল্য নন্দন,
ভাগ্য দোষে বুঝি তোরে হারাই বাছাধন,
কাল সতিনীর মনে যা ছিল, হায় বিধি পূরাইল,
শোকে বুক্‌ ফেটে গেল। ১৯

কালেংড়া—আড় খেম্‌টা।

কেন ওহে প্রাণনাথ, গৃহে থাক্‌তে বল আমায়!
তুমি যাবে বনবাসে শূন্য গৃহে কি ফল থাকায়।

কখন কি তোমায় ছাড়ি,একাকিনী রইতে পারি,
না করিলে সহচরী, দুঃখ কেবল প্রাণ রাখায়।
বনবাসে বহুতর, কষ্ট পাবে প্রাণেশ্বর,
এ দাসী থাকিতে কেন,
বিঘ্ন হবে তোমার সেবায়। ২০

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

তোমার হইব পত্নী মনে করিয়াছি সাধ।
(ওহে রামচন্দ্র) বৃথা কেন বৃদ্ধা সীতা আছে
তোমার সাথ।
আমি কাম বশীভূতা, বিগত যৌবনা সীতা,
তাই সূর্পণখা সহ প্রেম কর প্রাণনাথ।
চির দিন তব সঙ্গে, থাকি আমি রসরঙ্গে,
যেন বিষম অনঙ্গে, শেষে না ঘটায় বিষাদ।
রাবণ আমার ভাই, যার তুল্য রাজা নাই,
কোপে যার দেবগণ মনেতে গণে প্রমাদ। ২১

মুলতান—কাওয়ালী।

আমার আশা পূরণ কর হে লক্ষ্মণ।
মনে বাসনা, ক'রে করুণা,
তুমি শীঘ্র মোর কর পাণিগ্রহণ।
তব রূপ দেখে মনো মোহিত,
নারী হ'য়ে প্রকাশি, কর প্রণয়ের দাসী,
(যেন) চির দিন সেবা করি ও চরণ।
মনোযোগে শুন করি নিবেদন,
শ্রীরামের অনুমতি, তুমি হও মম পতি,
ভ্রাতৃ আজ্ঞা কর ওহে পালন। ২২

কালেংড়া—কাওয়ালী।

যা যা, পাপীয়সি বিবাহ হবে না !
কভু মনে মনে সে আশা ক'রোনা।
হ'য়ে নিশাচরী, নরের হইবি নারী,
বুঝিবারে নাহি পারি একি তোর বাসনা।

নারী ব'লে এতক্ষণ, বধে নাই লক্ষ্মণ,
কিন্তু তোর জাতি মান বুঝি আর থাকেনা।

বসন্ত—সুর ফাক্‌তা।

সাজ সাজ সেনাগণ বিলম্ব আর ক'রোনা।
ভণ্ড যোগীর মুণ্ড কে'টে, নিবারিব যন্ত্রণা।
কেমন জটা ধ'রে বেটা, নারীর মান রাখেনা।
অত্যাচারী কদাচারী, ধর্ম্ম করে ছলনা।
যোগীদের রক্ত পান, ভগিনীর বাসনা।
তাই ত্বরা যেতে হবে বীরগণ জাননা।
খর কোপে রক্ষা পায় হেন জন দেখিনা।
সর্প সনে বাদ ক'রে প্রাণে কেহ বাঁচেনা। ২৪

যোগীয়া—জৎ।

দেখ হে দাদা যে যাতনা।
আর সহেনা প্রাণে আর সহেনা॥

তোমার ভগিনী ব'লে, মান্য পাই সবস্থলে,
জগন্মান্য ভাই দশানন ;
কিন্তু একি বিপরীত, নর নাহি হয় ভীত,
লঙ্কেশ্বর ব'লে তোমায় মানেনা।
বনে দুজন ব্রহ্মচারী, রাম লক্ষ্মণ নাম ধারী,
দেখে যাই বিবাহ ইচ্ছায় ;
সঙ্গে আছে রাম বনিতা, নাম তার শুনেছি সীতা,
অপরূপ রূপ এমন হবেনা।
বিনা দোষে লক্ষ্মণ, করিল নাসা ছেদন,
বিবাহের কথা মাত্র বলি ;
সীতারে হরিয়ে ভাই, প্রতি শোধ লওয়া চাই,
সীতা সম নারী আর পাবেনা। ২৫

ঝিঁঝিট—পোস্ত্।

শুন শুন ওরে মারীচ আদেশ আমার।
হিরণ্য হরিণ হ'য়ে হর মনঃ সীতার।

ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
যাইতে হইবে ওহে নিশ্চয় তোমার।
হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষ্মণের নাহি ভয়,
ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে দুরাচার।
মম আজ্ঞা পালন, করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার। ২৬

আলেয়া—আড়া।

আমার নিকটে মরণ।
তাই মায়া মৃগ হ'তে বলিছ রাজন্।
কখন এই খলভাব রবেনা গোপন।
রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ।
শুন ওহে লঙ্কাপতি, হ'য়েছে হে দুর্ম্মতি,
তাই পর নারী প্রতি করিয়াছ মন।
শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষঃকুলের রক্ষা নাই,
যখন হয়েছে ইচ্ছা জানকী হরণ। ২৭

পুরবী—আড় খেমটা।

"পাড়াতে দুধ, যোগাতে" এই গানের সুরে।

যোগী এসেছে দ্বারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতী!
উপবাসে দিন যায় আমার, শীঘ্রগতি,
ওগো সীতে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর এ অতিথি।
দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ওগো নারী,
ভিক্ষা দিয়ে নিজ হস্তে,
দয়া ধর্ম্ম রাখ আজি দয়াবতি! ২৮

বসন্ত বাহার—একতালা।

ওরে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিনে আর।
হরিলি আমারে, পেয়ে একা ঘরে,
চোর তোর হবে প্রতিকার।
ওরে দশানন, এই আচরণ,
কেবলরে তোর পতন কারণ,

শ্রীরামের নারী, যোগী বেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার।
ওরে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অন্য প্রতি করেনা মন;
কৌশল্যা নন্দন, বিনে অন্য জন,
ভ্রমেও মনেতে হবেনা সীতার। ২৯

গৌরী—আড়া।

(আমার) প্রাণের সীতে না দে’খেরে—
হেরি সব শূন্য ময়।
সীতা বিনা জীবন যাবে,ফিরে যাবনা আলয়।
পে’তে ছিলাম ছত্র দণ্ড, কৈকেয়ী মা দিল দণ্ড,
কখন কি ওরে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়।
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘরে,
কে হরিল ওরে ও ভাই, হইয়ে নিদয়।৩০

বেহাগ—আড়া।

(হায়) এখন কি করি। কে আমায় আশ্রয় দেবে,
কৈ তপস্বী বনচারী। মম অদৃষ্টেতে বিধি,
লিখে ছিল এত দুঃখ, রাজার ঘরণী হ'য়ে—
বন মাঝে ত্রাসে মরি।
পঞ্চ মাস গর্ভ ধরি, চলিতে আর নাহি পারি,
হিংস্র জন্তু হস্তে আজি হইব নিধন;
গর্ভবতী না হইলে ভাগীরথীর্ বিমল নীরে,
প্রাণত্যাগ করিতাম,
যখন লক্ষ্মণ গেল ছাড়ি। ৩১

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

মধুসূদনের সুর।

কাঁদ কেন ওমা সীতে, এসমা আমার সঙ্গে,
স্থান পাবে থাকিতে।
মম কুটিরেতে যেতে, কিছু ভয় নাই,
চল মাগো জনক সুতে,

ত্বরায় তথা যাই, ব্রাহ্মণী আমার তোমায়,
আপন মেয়ে বিবেচনায়, পালন করিবে সদা,
পাবে জানিতে।
দিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্র, তোমায় বনবাস,
সময়ে মিলন করি, এই অভিলাষ,
অতএব সন্তোষেতে, এস মাগো কুটিরেতে,
বাল্মীকির কথা সীতে, হবে রাখিতে। ৩২

আলেয়া—আড়া।

ওরে নন্দী, আর কি প্রাণে সয়,
পিতা আমার আশুতোষে কটু বাক্য কয়,
বিলম্ব আর নাইরে বাছা, প্রাণ বাহির হয়।
পতি নিন্দে বহুক্ষণ, ক'রেছিরে শ্রবণ,
এখন আমার আকুল প্রাণ, রাখা সাধ্য নয়।
নাবু'ঝে এ যজ্ঞে এসে, প্রতিকার হ'লো শেষে,
না দেখে প্রাণ মহেশে, প্রাণ হ'লো ক্ষয়;

মম মৃত্যু শু'ন্‌লে পর, ব্যাকুল হবে মহেশ্বর,
সান্ত্বনা ক'রো রে নন্দী
বড় শোকের সময়। ৩৩

ভৈরবী—জৎ।

কি বলিব হায় আমি শিবের্ নিকটে।
জগদম্বা ফে'ল্লো আমায় বড় বিষম সঙ্কটে।
দক্ষ মুখে পতি নিন্দা শুনে সতী প্রাণ ত্যজিল,
শুন্‌লে তাহা দিগম্বর সর্ব্বনাশ কিবা ঘটে॥ ৩৪

সুরট—ঝাঁপতাল।

শুন বীরভদ্র রে ভাই, দুষ্ট বেটার শাস্তি চাই,
দক্ষ মুণ্ড ঝিঁড়ে চল, বাবা হরের কাছে যাই।
ঐ যে বেটা ভৃগু মুনি, পুরোহিত হয় শুনি,
গোঁপ দাড়ি ছেঁড় বেটার,
প্রাণে মারার আজ্ঞে নাই।

লুটে খাও সকল ভূতে,
যজ্ঞ কুণ্ডে দেওহে মুতে,
কি কার্য্য অকার্য্য মোদের,
যদি শিবের আদেশ পাই। ৩৫

ভূপালী—তেওরা।

ভূতনাথ আজ্ঞা দিলে বেঁধে আনি যম্।
বাবা বম্, বম্, বম্।
মার, মার, ধর, ধর, বম্ হর, হর, হর,
প্রভুর কারণে সবে কর রে বিক্রম্।
আশুতোষে নিন্দা ক'রে,
কোন্ বেটা প্রাণ ধরে,
বীর ভদ্র আজি তার, ঘুচাইবে ভ্রম্।
নষ্ট ক'রে যজ্ঞ কুণ্ড, ছিঁড়ে নেব দক্ষ মুণ্ড,
শিব নিন্দা প্রতি ফল পাইবে অধম্। ৩৬

কালেংড়া—ঢিমা তেতালা!

ওরে প্রহ্লাদ, এই স্তম্ভে আছে কি সেই চোর!
হরি নাম করিস্ বুঝি হ'য়ে তুই নেশায় ভোর!
হরি হন্ বিশ্বপতি, সকল জীবের গতি,
কোনরূপে এই কথা প্রাণে নাহি সয়;
জ্ঞান হীন হ'য়েছিস্ রে, দিলি পরিচয়,
সাবধান নাহি হ'লে হবেরে দণ্ড কঠোর।
কিরূপে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর সেই চোর হরি,
বিপরীত বুদ্ধি তোর ঘ'টেছে প্রহ্লাদ,
উপদেশ না রাখিলে ঘটিবে প্রমাদ,
কি করিবে সেই হরি,যখন প্রাণ যাবে তোর। ৩৭

মন্ত্রীর উক্তি।

কালেংড়া— ঢিমে তেতালা।

ওহে রাজন্, যা ব'লেছ সত্য বটে।
কোন্ গুণেতে লাগে হরি মহারাজের নিকটে।

প্রহ্লাদ পাগল হ'য়ে, বুদ্ধি শুদ্ধি সব খেয়ে,
বলে সেই পাষণ্ড হরি স্বয়ং ভগবান্,
পাগলের কথা শুনে হাসে বুদ্ধিমান্,
আর বলে চোর হরি আছে সকল ঘটে।
ধন্য ওহে ভূপবর, সত্য ধর্ম্ম রক্ষাকর,
তাই তোমার কাছে, হরির নাই মান,
কোন্ জনে চোরে মানে হ'য়ে জ্ঞানবান্,
অজ্ঞানেরে ভুলাইতে পারে কেবল সেই শঠে।৩৮

ঝিঁঝিট—জৎ।

ওহে নাথ! এখন তুমি রাখ নিজ মান্।
এই স্ফটিকের স্তম্ভে, প্রকাশিয়ে অবিলম্বে,
দাওহে দয়ার পরিচয়,
নতুবা আজ্ তব দাসের নাহি পরিত্রাণ্।
তুমি সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র আছ সমান,
অবশ্য এইস্থানে তুমি—আছ বিদ্যমান,
পিতার বিশ্বাস জন্য হও মূর্ত্তিমান্।

দুঃখি প্রহ্লাদেরে আর,
এ বিপদে উদ্ধার,
কে করিবে ওহে হরি বিপদ ভঞ্জন,
রক্ষা কর দে'খে নিজ দুর্ব্বল সন্তান্। ৩৯

ভূপালী—জৎ।

হিরণ্য কশিপু আজি পে'ল প্রতিফল।
বাবা যেমন্ বুদ্ধিবল।
ভগবানে নিন্দা ক'রে,
আজি বেটা প্রাণে মরে,
নিজ দোষে ব্রহ্মবর, হইল বিফল্।
স্ফটিকের স্তম্ভ হ'তে,
নরসিংহ রূপেতে,
বাহির হইল হরি ভকত বৎসল।
দে'খে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
প্রাণ কাঁপে থর থর,
পদ ভরে ভূমণ্ডল, করে টল মল্।

কেশরি স্বরূপ শির,
নর রূপ শরীর,
হুহুঙ্কারে কাঁপে ত্রাসে, দেবতা সকল্।
হিরণ্যে উরুতে ধ'রে,
বধিলেন পেট্ চিরে,
রাখিলেন ব্রহ্মবাক্য, করিয়ে কৌশল॥
প্রহ্লাদের প্রতি কন্,
ভয় নাই বাছা ধন,
সেবকের চিরদিন হইবে মঙ্গল্। ৪০

কালেংড়া—ঢিমে তেতালা।

পিতা মম ক'রে আছে ধ্যান,
ওরে দুরাচার।
মৃত সর্প তাঁর গলে দেও এত অভিমান।
রাজা ব'লে অন্য জনে,
তুচ্ছ কর সদা মনে,
তাই পিতার এত অপমান;

ওরে রাজা পরীক্ষিত, দেই দণ্ড সমুচিত,
যেমন তোর গুরু অপরাধ,
ব্রাহ্মণের অভিশাপে নাহি পরিত্রাণ।
সপ্তাহ না হ'তে গত, তক্ষক দংশনে হত,
হবে রাজা পরিক্ষীত তুমি,
পিতা মম সমীক ঋষি,
ছিল যোগাসনে বসি,
বিনা দোষে দণ্ড দিয়েছ,
অতএব পাপোচিত,
দণ্ড করিলাম বিধান,
এই প্রতিফল দে'খে হবে অন্যে সাবধান। ৪১

জন সাধারণের উক্তি।

বিভাস—আড়া।

কোথা ওহে শম্ভু চন্দ্র, ভূপবর লুকাইলে!
শোকের সাগরে আজি, সকলেরে ভাসাইলে।

কাকিনার উন্নতি,
তোমা হ'তে মহামতি,
আর কত কীর্ত্তি করা, ছিল বাসনা ;
গুণবানের সমাদর,
ক'রতে তুমি নিরন্তর,
কার হস্তে সেই ভার,দিয়ে এখন চ'লে গেলে।
ওহে শম্ভু চন্দ্র ভূপ,
আর কে হে তবরূপ,
উজ্জ্বল করিবে সদা উত্তর বঙ্গ ;
সদাই বলিতে যাহা,
বিধি ঘটাইল তাহা,
বারাণসী পুণ্যধামে অমূল্য প্রাণ হারাইলে।৪২

সর্গীয় শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয়ের মাতার উক্তি।

বিভাস—আড়া।

একবার খোল আঁখি, ওরে শম্ভু বাছাধন।
দুখিনী মায়ের রে বাপ্, তুই ছিলিরে জীবন।

দশ মাস ধারণ, ক'রেছিরে প্রাণধন,
বহু কষ্টে ওরে শম্ভু হেরি চন্দ্রানন ;
আর কেন বেঁচে থাকি,
তোরে ধরাতে নিরখি,
ওরে বিধি ল'য়ে যাও, যথায় গেল সে রতন।
কালীচন্দ্র গেলে ছেড়ে,
থাকিতাম তোরে হেরে,
এখন শম্ভু তুই বিনে আঁধার সকল ;
মা, মা বলে কে ডাকিবে,
কেমনে প্রাণ জুড়াবে,
ইন্দ্র তুল্য পুত্র মৃত্যু করিল হরণ।
হ'য়ে রোগে কাতর, জননীরে দেখিবার,
এসেছিলি ওরে বাছা, বারাণসী ধাম ;
সেই মায়ে ফে'লে এখন,
কোথায় করিলি গমন,
রক্ষে এখন পাইরে বাপ্,
গেলে এই কঠিন প্রাণ। ৪৩

স্বর্গীয় কৈলাসরঞ্জন রায়চৌধুরির
পত্নী নিরদমোহিনী চৌধুরাণীর উক্তি।

ললিত—আড়া।

মহেন্দ্ররঞ্জন বাপ্‌রে, তোমায় রেখে চলিলাম!
আর না আসিব বাছা,জন্মের মত দে'খে নিলাম।
বিধি আমায় ক'রেছিল,
ভোগিতে দুঃখ কেবল,
হে'রে তোর বদন কমল,
সকল ক্লেশ ভু'লে ছিলাম।
এত দিন তোরে করে পালন,
ছেড়ে যেতে হ'লো এখন,
ভে'বে আমার ব্যাকুল প্রাণ,
অন্য চিন্তা নাই;
যদিও সেই ভগবান্,
নাহি দেন্ সন্তান,
তথাপি তোমারে বাছা পুত্র ব'লে জানিতাম॥৪৪



বাহার বাগীশ্বরি—একতালা।

জনমের মত, ওরে প্রাণের ভাই,
ছেড়ে যাই আর দেখা, হবে না।
ওরে কিছু ক্ষণ পরে,
আমায় এ সংসারে,
খুঁজে কভু ভাই আর, পাবেনা।
কার কাছে ভাইরে, দিয়ে যাই তোমারে,
আর কে রে তোরে, করিবে যতন, প্রাণপণে,
এই দুঃখিনী ভগিনী, নীরদ মোহিনী,
মত আর কেহ, সবেনা। ৪৫

বিভাস—আড়খেমটা।

দিদি! জনমের মত, দেও গো বিদায়—
আর, আসিবনা।
দুখিনী ভগিনী, নীরদমোহিনী,
দিদি তোমায় আর, কিছু কবেনা।

জন্মাবধি তোমার সঙ্গে,
ছিলাম আমি একস্থানে,
এখন ছেড়ে যাই ; প্রাণের রতন,
মহেন্দ্ররঞ্জন, তারেও দিদি আর্, দেখিবনা।
বাঁচিবার ইচ্ছা নাই গো, মনে,
একদণ্ড তরে,
হয়ে চির দুখিনী ; এই শেষ দেখা হ'লোগো
ভগিনি, নীরদেরে আর্ পাবে না। ৪৬

চাকলে কাকীনীয়া প্রভৃতির ১২৮৬ বঙ্গাব্দের শুভ পুণ্যাহ মধ্যে কর গ্রহণের পুর্ব্বে এই গীত হইয়াছিল।

সিন্ধু যোগীয়া—একতালা।

শুভ দিন আজি ব'লে আনন্দিত মনে।
ধন্যবাদ দাও তাঁরে,
যিনি রে'খেছেন প্রাণে।
এক বর্ষ হ'ল গত, নূতন বর্ষ সমাগত,
তাঁহার কৃপায় এই, হেরি রে নয়নে।

যখন কেবল্ মঙ্গল, অথবা শোক প্রবল,
তাঁহাকে ডাকিলে পরে,
পাবে শান্তি সুখ ধনে।
জীবনের সব কাজে, ডাক সেই বিশ্বরাজে,
বিবিধ বিপদ মাঝে,
রক্ষা পে'লে যাঁর কারণে। ৪৭

চাকলে কাকিনীয়া প্রভৃতির ১২৮৬ বঙ্গাব্দের শুভ
পুণ্যাহ মধ্যে এই গান হইয়াছে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রজা বিনে রাজার, কি আছে সম্বল্।
ইচ্ছা হয় দেখিবারে, তাদের চির মঙ্গল।
কাকিনাধিপতিগণ, যতনে প্রজা পালন,
ক'রেছেন চির দিন জানে সকলে;
নিজ দয়া গুণেতে বাধ্য, হ'ত প্রজাগণ—
সম স্নেহ সবার প্রতি, কি সবল কি দুর্ব্বল।

রাম রুদ্র কালীচন্দ্র, ন্যায় পর শম্ভূচন্দ্র,
প্রজাগণে প্রাণতুল্য সদা দেখিতেন ;
এই সব ভূপতিগণ, নাই বর্ত্তমান,
কিন্তু প্রজা গণের প্রতি মমতা রবে প্রবল।৪৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে (ওগো, মা, মা)
জুলুহস্তে মরি এখন,দেখা আর হ’লোনা শেষে।
ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ’লেম এখন,
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ’লো অবশেষে।
জন্ম মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে।
জননী আমার তরে, বৃথা চিন্তা শোক ক’রে,
প্রাণে কষ্ট দিওনা মা, থে’কে দুখিনীর বেশে।
এক মাত্র ভগবান্, ক’রে সদা মনে ধ্যান,
শীতল ক’রো তাপিত প্রাণ,বলি পরিশেষে।৪৯

ফরাসী রাজ্ঞীর উক্তি।

ললিত—চৌতাল।

কোথারে বাপ ইউজিনি নেপোলিয়ান।
(আজ) দুখিনীরে ছে'ড়ে করিলি গমন।
কালে রাজ্য ধন সব্ হারাইয়ে,
ছিলেম আমি কেবল পতি পুত্র নিয়ে,
মহারাজ অগ্রে ত্যজিল জীবন,
এখন কি তাঁর তুই লইলি শরণ।
দুখিনী মায়ের একমাত্র ধন,
জুলু যুদ্ধে কেন করিলি গমন,
আজ্ তোর সব করে নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা হয় শীঘ্র হউক মরণ।
রাজবংশে ক'রে জনম গ্রহণ,
তোর ভাগ্যে ছিলনা রে সিংহাসন,
বিধির ইচ্ছা এখন হ'লোরে পূরণ,
অসভ্যের হস্তে হইলি পতন।

ওরে মৃত্যু তোরে করিরে মিনতি,
মম প্রাণ ল'য়ে যারে শীঘ্রগতি,
আর কেরে আমায় দিবেরে নিষ্কৃতি,
তুই বিনে বন্ধু নাই রে এখন। ৫০

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কানপুর, হয়েছে যমপুর আজ দেখ্‌তে পাই।
বাল বৃদ্ধা নর নারী, সব খ্রীষ্টান ভূতল সাই॥
মাতার সম্মুখে সুতে,
খণ্ড করে খড়্গাঘাতে,
কিরূপে এই ঘোর পাপে,
জৈ হইবে সিপাই।
তৈমুর নীর নাদির,
নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,
এখন নানা সাহেব হলো তাদের
সঙ্গে চিরস্থায়ী।

দুষ্ট নানা সাহেব তুমি,
কলঙ্কীত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে,
কভু তোমার রক্ষা নাই ॥ ৫১

কালেংড়া—খেমটা।

শুন শুন আমার গুণ বড় চমৎকার।
ভুলেও না জানি আমি কোত্যে পরের উপকার ॥
করিয়ে পরের মন্দ, মনে পাই যে আনন্দ,
বর্ণনা করিতে তার সাধ্য নাই আমার ॥
যার আমি খাই নুন,
তার ঘরেতে দেই আগুন,
হে'সে করি সর্ব্বনাশ,(আমি) মুখ করিনে ভার ॥
যে চায় উপদেশ, তার দফা করি শেষ,
আমার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছেবা কাহার ॥
যে করে আমার হিত, তার প্রতি বিপরীত,
ব্যবহার ক'রে করি গুণ অস্বীকার ॥

মুখেতে আমি সরল, অন্তরে আছে গরল,
অব্যর্থ দংশন মম প্রাণ নাশিবার॥
যদি শুনি পরের ভাল,
অম্‌নি মুখ্‌টি করি কাল,
যেন কোন ঘোর আপদ্‌ ঘ'টেছে আমার॥
পর কিসে দীনহীন, হবে ভাবি সারাদিন,
ইহা ভিন্ন মম মনে চিন্তা নাই আর॥
দিনের কথা দূরে থা'ক্‌ শুনিলে হবে অবাক্‌,
রাত্রিতে স্বপনে দেখি,
কেবল পরের অপকার॥ ৫২



ভারত মাতার উক্তি।

রাগিনী-সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ধামার।

হায় কি শুনিলেম আমি,
শু'নে বুক্‌ ফেটে যায়।
প্রাণের রামমোহন, ছে'ড়ে গিয়েছে আমায়॥

ওরে ও বাপ্ রামমোহন,
তোর শোক নিবারণ,
কিরূপে হবে এখন, দেখিনা কোন উপায়।
বিশ্বেশ্বর কৃপা ক'রে,
বহু শত বর্ষ পরে,
তোর তুল্য সন্তানেরে,
দিয়ে ছিলেন দুঃখিনীরে ওরে বাছারে!
কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু,
অকালে হরিল তোমায়॥
সকল ভ্রাতার তরে,
জননীরে ত্যাগ ক'রে,
গিয়ে ছিলি দেশান্তরে,
নানা ক্লেশ সহ্য ক'রে,
ওরে বাছারে! বিদেশে হারালি প্রাণ,
কেবল পরের মায়ায়॥ ৫৩

বেহাগ—আড়া।

প্রাণ কান্দেরে আমার।
আশা নাই আর মনে দেশে ফিরিবার॥
হৃদয় বেদনা মম, হইবে না উপশম,
জীবনের সঙ্গে শেষ হইবে তাহার॥
কাকিনা নিবাসিগণ, যাদের হিত মম মন,
ভাবিত রে অনুক্ষণ, ছাড়ি তাদের মায়া।
মনে কত আশা ছিল, রোগেতে আশা ভাঙ্গিল,
নিশ্চয় জেনেছি নাই, উপায় বাঁচার॥
বিষম রোগ যন্ত্রণায়, থে'কে সদা—শয্যায়,
ভুলি নাই আশ্রিতের, করিতে মঙ্গল॥
তাদের কাছে এখন, বিদায় করি গ্রহণ,
শম্ভুচন্দ্র শূন্যময়, হেরিছে সংসার॥ ৫৪

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

চল বৃটনের যত সুতগণ!
রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন॥

বৃটিশেরা প্রাণ ভয় রণ কালে করে না।
দে'খো সেই নাম ধ্বংস যেন আজ্ হয়না।
জয় বা মরণ, সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন।
আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার।
করিয়ে দেখাব সবে কত চমৎকার॥
তাইহে উৎসাহে সবে শীঘ্র যেতে বলে
নিকল্‌ষন॥ ৫৫

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

শুন শুন বীরগণ, পাপ ভয় ক'রোনা,
খ্রীষ্টানের রক্তপাতে স্বর্গ হবে জাননা॥
বাল বৃদ্ধ নর নারী কারো প্রাণ রে'খনা
শত্রু বংশ ধ্বংস করা আমাদের কামনা॥
জাতি নাশ করিবার খ্রীষ্টানের মন্ত্রণা,
তাই তাদের ব'ধে মোদের পাপ কভু হবেনা॥
দিল্লীশ্বর হবে রাজা দুঃখ আর রবেনা।
বিদেশীর অধীনতা প্রাণে আর সহেনা॥

শত্রু বংশে বাতি দিতে কেহ যেন থাকেনা।
তবে স্বাধীনতা পাবে যাবে মনো বেদনা॥
হায় হায় নানা তোর একি ঘোর বাসনা।
নারী হত্যা শিশু বধ দস্যুতেও করেনা॥
ক'রেছ ভীরুরু কার্য্য বীরত্ব তায় বলেনা।
পাপের মূরতি তুমি হ'লো এই রটনা॥ ৫৬

তৃতীয় নেপোলিয়ান সম্রাটের উক্তি।

ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কেন উইমফেন, বল অকারণ,
করিবারে রণ, এই সিডানে।
বৃথা বীরগণ, হইবে নিধন,
সহিবেনা তাহা মম পরাণে॥
জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই,
আত্ম সমর্পণ করিবারে যাই,
করালীর মান, হলো অবধান,
নিদয় বিধির, ঘোর বিধানে॥

নৃপ বোনাপার্ট, মম জ্যেষ্ঠ তাত,
যাহার কারণে, ফরাসী বিখ্যাত,
তাঁর সেই নাম, আমি নাশিলাম,
শত্রু পদে আজ, অস্ত্র প্রদানে ॥ ৫৭

ধনী ও দরিদ্রের বিপরীত ভাব।

রাগিণী মূলতাল—তাল আড়া।

ধনীর না হয় নিদ্রা, কোমল শয্যায়,
দরিদ্রে নিদ্রিত হয়, পড়িয়ে ধরায় ॥
উপাদেয় ভোজ্য প্রতি, ধনীর অরুচি অতি,
দরিদ্র সামান্য অন্ন পরিতোষে খায়।
ধনীর নাহি বিশ্বাস, সর্ব্বদা প্রাণের ত্রাস,
দরিদ্র বিশ্বাস ফল জানে বন্ধুতায় ॥
ধনী পরিশ্রম হীন, তাই থাকে পরাধীন,
দৈহিক শ্রমের সুখ দরিদ্রেতে পায় ॥ ৫৮

অহঙ্কার ও হিংসার উক্তি।

রাগিণী ঝিঝিট—ঝাঁপতাল।

অহঙ্কার বলে আমি বড় রূপবান্।
হিংসা বলে তুমি হও কুরূপ প্রধান ॥
মম তুল্য গুণবান্, নানাধনে ধনবান্,
নাহি আর কোন স্থানে বলে অভিমান ॥
দুর্গুণ তোমার সব, বিভব পাপে উদ্ভব,
এইরূপে হিংসা করে উত্তর প্রদান ॥
গর্ব্ব সদা মনে করে, যশ করে সব নরে,
যশস্বী কোথায় আর, আমার সমান ॥
হিংসা মনে মনে বলে, যশ পাইয়াছ ছলে,
দুর্নামের পাত্র তুমি, হইবে প্রমাণ ॥ ৫৯

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল কাশ্মিরি খেমটা।

(মলহর রাও গুই কুমারের স্ত্রী লক্ষ্মী বাইয়ের উক্তি।)

আমার অদৃষ্টে বিধি তুমি এই লিখেছিলে।
বরদার অধিপতির রাজ্য ধন সব নিলে ॥

দূর দেশ হতে আসি, যাঁর হয়ে ছিলাম দাসী,
তাঁর হমেল সর্ব্বনাশি,
এই নাম আমায় দিলে॥
আসিলাম রাজঘরে, নিজ স্বামি ত্যাগ করে,
মম পাপে মলহরে, শোকার্ণবে ডুবাইলে॥ ৬০

সার্ লুইস্ পেলীর উক্তি।

কাওয়ালী।

রাগিণী কালেংড়া ঢিমা তেতালা।

মলহর, শীঘ্র দেশ ত্যাগ কর।
তোমায় বঞ্চিত করেছেন রাজ্যে,
মোদের গবর্ণর॥
শুন বরদার ভূপ, তব পাপ অনুরূপ,
হয়েছে উচিত দণ্ড চির কারাবাস;
বধিতে ফেয়ারের্ প্রাণ, করিয়াছ বিষ দান
সেই দোষে সর্ব্বনাশ, হলো নৃপবর। ৬১

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে বলে আমায় স্বাধীন।
আমি ছয়টা রিপুর হই অধীন ॥
কাম ক্রোধ রিপুগণ, দেখাইয়ে প্রলোভন,
হ'রেছে আমার মন, তাই আমি পরাধীন ॥
জ্ঞান আমার উপকারী,
আমি নই তার আজ্ঞাকারী,
প্রলোভন কিসে ছাড়ি, কত সুখ প্রতি দিন।
শুন ওরে মূঢ় মন,
ছাড় ছাড় প্রলোভন,
নতুবা মরিব প্রাণে, লোভে যথা মরে মীন ॥ ৬২

স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় মহাশয়ের উক্তি।
(কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর)
তাল আড় খেম্‌টা।

আজ্ সুরধুনী, পতিত পাবনী,
জগত জননী, দিলেন পদে স্থান।

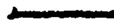
শুন পীতাম্বর, যম ভয় আর,
নাই হে আমার, হলো পরিত্রাণ।
যত বিপ্রগণ, করেছে বেষ্টন,
মস্তকে স্থাপিত গুরুর চরণ,
এতে কিহে আর, যম অধিকার,
পারে থাকিবার কর অনুমান॥
অন্তিম কালেতে, স্বর সংযোগেতে,
অভয়ার নাম, গাই আনন্দেতে,
ফাঁকিতে এখন, পড়িল শমন,
জয়কালী ভেবে ত্যজি হে পরাণ॥ ৬৩



রাগিণী কালেংড়া—তাল আড় খেম্‌টা।

তোমার সকল সুতে, সুখেতে রেখেছি।
দিদি গো! সে সুখ গত হয়েছে জেনেছি॥
ভগিনী ভারত বল, সুখ কিসে গত হ'লো।
সকল সুখের নাশ, ট্যাক্সেতে শুনেছি॥

কতরূপ ট্যাক্স আছে, শীঘ্র বল আমার কাছে,
লাইসেন্স রোড্ আদি শুনিতে পেয়েছি ॥
ভারত ভেবনা আর, থাকিবেনা ট্যাক্স ভার,
বিচার করিও দিদি, অবস্থা বলেছি ॥ ৬৪



রাগিণী ললিত বিভাস—তাল খেম্‌টা।

(বাবু) সাধ করে করিনে চাকৃরি।
পেটের জ্বালায় অধীন তোমারি ॥
অন্য গতি নাই, ভেবে তুমি তাই,
হয়েছ, মম প্রতি, অত্যাচারী ॥
ক্ষুদ্র দোষ হয়, তবু নাহি সয়,
তখন সপ্ সপ্ সপ্ করে লাগাও বেতের বাড়ী।
তুমি বটে, বড়, আমি অনুচর,
তাই বলে কি, এত আর সইতে পারি ॥
ভেবে দেখ মনে, কি বিশ্বাস ধনে,
এক্ দিনেতে, হতে পার ভিখারী ॥

শীঘ্র পরি হর, সব অত্যাচার,
শেষে দণ্ড দাতা, আছে সবারি ॥ ৬৫

বঙ্গদেশের শেষ ভূপতির প্রতি পণ্ডিতগণের উক্তি।

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড় খেম্‌টা।

ছাড় ছাড় রাজ্য আশা ভূপতি লক্ষ্মণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন ॥
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হবে তার অনুরূপ,
বৃথা কেন যুদ্ধ করে, হারাবে জীবন ॥
রত্নভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবেনা লেশ, কেবল পতন ॥
ওহে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন হস্তে, হইবে নিধন ॥ ৬৬

নবাব সেরাজউদ্দৌলার উক্তি।

সুরট—ঝাপতাল।

বণিক্ বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল।
সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, সকলেরে ভুলাইল ॥

লোকের দোষ কেবল,
বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকূল,
ফলে তাহা দেখাইল।
যাতনা দেখিবার তরে,
বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে,
মম লোভে হারাইল।
বণিকের্ কি সাধ্য হয়,
বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়,
বিধি বণিক্ পাঠাইল। ৬৭

ভারতবাসিগণের প্রতি উক্তি।

জাগ একবার, চাহ একবার,
ভারত নিবাসি গণ।

এত নিদ্রা কেন ? বোধ হয় যেন,
আত্ম নাশে নিমগন ॥
নিজ হিত তরে, উঠহ সত্বরে,
ঘুমিয়ে রোও না আর।
ছিল নানা ধন, রতন কাঞ্চন,
নানা বিদ্যা অধিকার।
এ কথা বলিয়ে, অলস থাকিয়ে,
সবে ভুলাইতে চাও।
আর্য্যেরা পণ্ডিত, গুণেতে মণ্ডিত,
বোলে কিবা ফল পাও ?
পিতা ছিল ধনী, নানা গুণে গুণী,
কিন্তু এবে দুখী বট।
হায় রে সে গুণ, লাগায়ে আগুন,
পূর্ব্ব গুণ কেন রট।
তাহে কিবা ফল, দেখ ফলাফল,
বিফল সে সব কঁথা।

হও গুণবান্, পিতার সমান,
স্মান পাবে যথা তথা।
হোয়ে সদা রত, বিদ্যা নানা মত,
শিখিয়ে স্ব দোষ হর।
দেশের গৌরব, যশের সৌরব,
বাড়াতে বাসনা কর।
ভারত অপত্য, মম কথা সত্য,
প্রমাণ দেখিলে তার।
দেখিয়ে শুনিয়ে, থাকিলে ঘুমিয়ে,
রহিবেও দুঃখ ভার।
বিশ্ব বিধাতার, এ বিধি প্রচার,
রোয়েছে জগতিতলে।
বিপদ বিমুক্ত, সদাশিব যুক্ত,
হওয়া যায় বিদ্যাবলে।
যদি সে বিধান, করি প্রণিধান,
পালন না কর তুমি।

বৃথাহে আসিলে, ঘুমিয়ে নাশিলে,
সোণার ভারতভূমি॥

সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক।

পৃথিবীর গতি, দেখে মনে অতি,
শোকের সঞ্চার হয়।
কাঙ্গাল যে ছিল, সব ধন নিল,
ধনীরে করিয়ে ক্ষয়।
এক দিন যার, গৌরব প্রচার,
হইল সকল দেশে।
দেখ দেখ তার, কিরূপ প্রকার,
ঘটিল কপালে শেষে।
যেখানে নগর, বিবিধ প্রস্তর,
বিরচিত সৌধ ছিল,
সেখানে এখন, বিজন গহন,
চিহ্ন নাই এক তিল!!!

অযোধ্যা হস্তিনা, এখন দেখিনা,
তুলনা রহিত ধনে।
রোমের প্রভাব, হয়েছে অভাব,
ভাবিয়ে দেখনা মনে ॥
কোথা ব্যাবিলন, নিনিভা এখন,
প্রধান নগরীদ্বয়।
দিনে দিনে তারা, হোয়ে শোভা হারা,
ভুমিতে হয়েছে লয় ॥
অনিত্য সকল, ধন-মান-বল-
জীবন-যৌবন-দেহ।
সুন্দর নগর, অতি মনোহর,
মণিতে খচিত গেহ ॥
ইতিহাস পড়ি, মনে মনে করি,
সকলি হরেছে কাল।
ভেবে বা কি করি, কোন্ গুণে তরি,
ঘিরেছে মায়ার জাল ॥